রিচার্ড ডকিন্সের সাক্ষাৎকার

দিগন্ত সরকার

সম্প্রতি, নিউইয়র্ক টাইমসের বেস্ট সেলারের তালিকায় থাকা বই The God Delusion এর রচয়িতা রিচার্ড ডকিন্স বেশ কিছু সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। মূল প্রশ্ন গুলো অধিকাংশই তাঁর নতুন প্রকাশিত বই সম্পর্কিত; নাস্তিকতা, নৈতিকতা আর সাম্প্রতিক বিশ্ব সংক্রান্ত। তিনি সহজাত দৃঢ়তায় প্রতিটি প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিয়েছেন। আমি তার বক্তব্য গুলো সংকলন করার একটা চেষ্টা করেছি।

আপনি ধর্মবিশ্বাস-বিরোধী কেন?
কারণ, আমি কেবলমাত্র সত্য আর যুক্তিতে বিশ্বাস করি। ধর্ম এবং অন্ধবিশ্বাস সত্যের শত্রু। শুধু তাই নয়, ধর্ম আমাদের সমাজে এমন একটা বিশেষ ব্যতিক্রমী স্থান অধিকার করে আছে, যে তার সমালোচনাও স্বীকৃত নয়। কোনো ফুটবল কোচ বা রাজনৈতিক মতাদর্শের সমালোচনা সহজ হলেও ধর্মের ব্যাপারে কোনো যুক্তিই গ্রাহ্য হয় না, অযৌক্তিক হলেও মেনে নিতে হয়।

পৃথিবীতে হাজার হাজার লোক ধর্মবিশ্বাস নিয়েই জীবনযাপন করে। তাদের আচরণ আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করেন?
এটা অনস্বীকার্য যে পৃথিবীতে হাজার হাজার লোক ধর্মবিশ্বাস নিয়েই শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করে। কিন্তু, তারাও নিজেদের বিশ্বাসের মধ্যে একধরনের ভাইরাস বহন করছেন আর সেই ভাইরাস পরবর্তী প্রজন্মকে সংক্রমিত করছে। এই 'সংক্রমণ' যে কোনো সময়েই 'মহামারী'র আকার ধারণ করতে পারে। তাছাড়া আমি আগেই বলেছি যে আমি কেবলমাত্র সত্যে বিশ্বাস করি; আর এই সত্য যুক্তি আর পরীক্ষার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, কোনো ব্যক্তির উপলব্ধিগত সত্য নয়।

ধার্মিক জনসাধারণের মতে ধর্মই তাদের নৈতিকতার উৎস। নাস্তিকদের নৈতিকতার উৎস কি?

ধর্ম কোনোভাবেই জনসাধারণের নৈতিকতার উৎস নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ ধার্মিক বা অধার্মিক মানুষ নৈতিকতার বিষয়ে একমত। আমরা অধিকাংশই দাসপ্রথা-বিরোধী, নারীমুক্তির সমর্থক। এইসব মানবিক নীতি আমাদের সমাজে মাত্র কয়েক শতক হল প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু হয়েছে, পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলি শুরু হবার অনেক পরে। আমাদের নৈতিকতার মূল উৎস হল আমাদের পারিপার্শ্বিক সমাজ, টিভির টক শো, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়, আমাদের বাবা-মায়ের নীতিশিক্ষা ইত্যাদি। ধর্মের হয়ত সেখানে কিছু সামান্য ভূমিকা আছে। আর নাস্তিকেরা সেই একই ভাবে নৈতিকতা মেনেই সমাজে বেঁচে থাকে।

কিন্তু সমস্ত ধর্মগ্রন্থই তো নীতিশিক্ষা দিয়েছে - যেমন ধরুন প্রতিবেশীর সাথে সহাবস্থান করতে বা হত্যা না করতে। তা সত্ত্বেও আপনি কেন এগুলির বিরোধিতা করছেন?

যে ধর্মগ্রন্থ হত্যা করতে বারণ করে, সেই একই গ্রন্থ আমাদের অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের হত্যা করতে বলে, মহিলাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢাকতে নির্দেশ দেয়। ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বরকে কিছুতেই 'ভাল মানুষ' হিসাবে স্বীকার করা যায়না। এবার যদি বলা হয় নিউ টেস্টামেন্টের ঈশ্বর তার থেকে অনেক ভাল, তাহলে এই 'ভালত্ব'-এর মাপকাঠি নিশ্চয় ধর্ম থেকে আসে না - সেটা আমাদের নৈতিকতা থেকে আসে। নিউ টেস্টামেন্টকে নিশ্চয় 'ভাল' বলার সময় খ্রীস্টধর্মের মাপকাঠিতে মাপা যায়না। তাই আমি আবারো বলেছি যে আমাদের নৈতিকতা ধর্ম থেকে আসেনা।

আপনার বইতে আপনি বলেছেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 'প্রায়' নিশ্চিতভাবে নেই। আপনি অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা কেন আনছেন ?

যত কমই সম্ভাবনা থাকুকনা কেন, যেকোনো বিজ্ঞানমনস্ক মানুষই সেটা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে পারেন না। প্রমাণ পাওয়া গেলে, আমি প্রথম ব্যক্তি হিসাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে সবসময় প্রস্তুত।

আপনি স্বীকার করছেন যে ভগবানের অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে, তাহলে সম্পুর্ণভাবে অসার প্রমাণিত না হওয়া অবধি ভগবানে বিশ্বাস করতে অসুবিধা কোথায়?

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোনোকিছুই অসার বলে প্রমানিত হতে পারে না, ঈশ্বরও না, অথবা জিউস, থর, জুজু বা পংক্ষীরাজ ঘোড়াও না। আমরা রূপকথার পরীর গল্পেও কিংবা ফ্লাইং স্প্যেগেটি মন্সটারে আজ বিশ্বাস রাখিনা, যদিও তাদের অস্তিত্ব কেউ অসার প্রমাণ করেনি। শুধুমাত্র অপ্রমানিত হতে পারেনা বলে কোনো বিষয়ে বিশ্বাস রাখা মূর্খামি।

আমাদের চারপাশের সমস্ত জটিল যন্ত্রই তো কারো না কারো বানানো। এই জটিল এবং বিশাল মহাবিশ্ব কি কারোর সৃষ্টি নয়?

প্রথমত, যদি ধরেই নেওয়া যায় যে সব জটিল জিনিসই কারো না কারো তৈরী, তাহলে, সেই জটিল মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তাকে কে তৈরী করেছে? অন্যদিকে, ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব আমাদের দেখিয়ে দেয় কিভাবে সরল এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী, উন্নততর প্রাণী তৈরী হতে পারে। তাই, আমার ধারণা, মহাবিশ্বের সৃষ্টি খুবই সহজ কোনো প্রক্রিয়ায়, সরল কোনো উপাদান থেকে। আর এই ধারণা, কোনো জটিল সৃষ্টিকর্তার কল্পনার তুলনায় অনেক যুক্তিসংগত।

একটা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ালে, প্রকৃতির সৌন্দর্য বা এই রহস্যময় মহাবিশ্ব কি আপনাকে মোহিত করে না?

নিশ্চয় করে, আর আমি তা নিয়ে লিখেওছি আমার বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে। এই আধ্যাত্মিকতাকে আমি

আইনস্টাইনের ’ধর্ম’-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করি। এই ’ধর্ম’ প্রচলিত ঈশ্বরকেন্দ্রীক ধর্মের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ধর্মে, কোনো ব্যক্তি-ঈশ্বর সকলের পাপ-পূণ্যের হিসাব রাখেনা, বা তাদের মৃত্যুর পরে তাদের বিচার করেনা।

নাস্তিক হিসাবে আপনি স্ট্যালিন আর হিটলার কে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
হিটলার কে কোনোমতেই নাস্তিক বলা যায়না, বরং হিটলার ছিলেন ইহুদী-বিরোধী একজন ধার্মিক - আমার বইয়েই আমি তা বলেছি। আর স্ট্যালিন ছিলেন সমাজতন্ত্রে অন্ধবিশ্বাসী। আমি আগেই বলেছি, আমাদের নৈতিকতা ধর্ম থেকে আসেনা। স্ট্যালিনের নৈতিকতার উৎস ছিল কট্টর সমাজতন্ত্র। নাস্তিকতা কাউকে আবশ্যিক ভাবে কট্টর সমাজতান্ত্রিক হতে বলেনা, শুধু ঈশ্বরে বিশ্বাস না করতে শিখায়। একজন মাফিয়ার সর্দারও ঘটনাক্রমে নাস্তিক হতে পারে, কিন্তু ক্ষেত্রে নাস্তিকতাবাদকে তার পেশার জন্য দায়ী করা যায় না; দেখা যাবে হয়ত, তার সহকর্মীরাই আবার আস্তিক এবং ধার্মিক।

ধর্মবিশ্বাসের সাথে আপনি শিশু-নির্যাতনের কিভাবে যোগসূত্র স্থাপন করেন?
কোনো শিশুকে ‘মুসলিম শিশু’ বা ‘ইহুদী শিশু’ বলাটাকেই আমি শিশু-নির্যাতন বলে মনে করি, কারণ, তাদের শিশু বয়সে তাদের ধর্মবিশ্বাস তারা এখনো বেছেই নেয়নি। শুধু তাই নয়, তাদের ওপর তাদের বাবা-মা সেই ধর্মবিশ্বাস এমন ভাবে চাপিয়ে দেয় যে তারা নিজেদের অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের থেকে আলাদা ভাবতে শেখে। শিশুদের সহজাত দৃষ্টিভঙ্গী বিকাশে বাধা দেওয়াকেই আমি শিশু-নির্যাতন বলি।

এই বই পড়ে সবাই তাদের ধর্মবিশ্বাস বিসর্জন দেবে, সেটাই কি আপনার কাম্য?
উচ্চাকাঙ্খায় কোনো ক্ষতি নেই, তবে বাস্তবে আমার লক্ষ্য সেইসব মানুষ যারা এ বিষয়ে এখনও গভীরভাবে ভেবে দেখেন নি। আমি চাই তারা দ্বিতীয়বার ভাবুন আর সজ্ঞানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করুন। শুধু তায় নয়, আমেরিকার মত দেশে ১০-১৫% নাস্তিক আছেন, এই সংখ্যাটা যেকোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চেয়ে বড়, হতে পারে তাদের সাথে কোনো রাজনৈতিক শক্তি নেই বা শক্তিশালী কোনো ধর্মগোষ্ঠীর মত দৃঢ় সমর্থনও নেই। পৃথিবীর সব নাস্তিকেরা একজোট হয়ে এক ঈশ্বর-অবিশ্বাসী রাজনৈতিক মতাদর্শ গড়ে তুলুক এই পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে।

দিগন্ত সরকার পেশায় কম্পিউটার প্রকৌশলী। পাশাপাশি তিনি বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু। হোরিজন স্পিকস নামে নিজস্ব ব্লগ আছে তার। এ লেখাটি মুক্তমনা এবং মুক্তান্বেষায় প্রকাশের জন্য প্রেরিত।